সংবাদ

17 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

চট্টগ্রামের ৯ সরকারি স্কুলের চিত্র

ভর্তির নামে কোটি টাকা ডোনেশন আদায় : অভিভাবকরা অসহায়

প্রদ্যুত রাসেল, চট্টগ্রাম ব্যুরো

নগরীর সরকারি স্কুলগুলোতে এখন চলছে ছাত্রছাত্রী ভর্তির রমরমা বাণিজ্য। এই ভর্তি মৌসুমে স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে জুনিয়র শিক্ষকরা পর্যন্ত ভর্তি বাণিজ্যে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, আমাদের সন্তানরা ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করল কি না সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হলো আমি কত টাকা ডোনেশন দিতে পারলাম। একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাতে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন। এভাবে নগরীর ৯টি

টাকা : পৃঃ ২ কঃ ৪

টাকা : ডোনেশন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি স্কুল প্রতি বছর ছাত্র ভর্তির নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

এদিকে ছাত্র ভর্তি করানোর সময় ডোনেশনের নামে উৎকোচ নেয়ার বিষয়টিকে ওপেন সিক্রেট হিসেবে উল্লেখ করছেন জেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক, স্কুল পরিদর্শকসহ স্কুলের শিক্ষকরা। তারা সবাই বিষয়টি জানলেও কীভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে জানতে চাইলে সবাই তা এড়িয়ে যান।

নগরীতে ৫টি সরকারি বালক এবং ৪টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়গুলো হলো– চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাইস্কুল, সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ডা. খাস্তগীর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি হাই স্কুল (বালিকা), সিটি গভর্নমেন্ট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এসব স্কুলগুলোর বিভিন্ন বিভাগে আসন রয়েছে সর্বমোট ১ হাজার ৭৫০টি। এ ৯টি স্কুলে এরই মধ্যে শেষ হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষা শেষে বর্তমানে শুরু হয়েছে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম। আর এ ভর্তি নিয়েই চলছে দুগত স্কুলের শিক্ষকদের ভর্তি বাণিজ্য। অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, একজন শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর জন্য এসব স্কুল থেকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে। তারা আরও বলেন, সরাসরি আমাদের কাছ থেকে এ টাকা চাওয়া হচ্ছে। টাকা না দিলে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে তাদের সন্তানদের নামও উঠছে না। জেলার বেসরকারি স্কুলের সাবেক শিক্ষক স্বদেশ বড়ুয়া অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলেকে কলেজিয়েট স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করানোর জন্য পরীক্ষা দিতে এলে, উনি টাকা ছাড়া এ স্কুলে নাকি ভর্তি করানো যায় না। ভর্তি পরীক্ষা শেষে তিনি বলেন, আমার ছেলের পরীক্ষা ভালই হয়েছে। কিন্তু মনে হয় না এ স্কুলে পড়তে পারবে। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুলের এক অফিস-সহকারী আমাকে বলেছে স্কুলের শিক্ষককে কিছু ডোনেশন দিলে তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

এ ব্যাপারে কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজ উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এখানে সবকিছু নিয়মমাফিক হয়ে থাকে। টাকা নেয়ার কথা জানতে চাইলে তিনি সরাসরি বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমি সাবেক মন্ত্রী-এমপিদের তদবিরের জ্বালায় নিজের মোবাইলটি পর্যন্ত বন্ধ রেখেছি। অন্যদিকে এ উৎকোচ নেয়ার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন জেলা শিক্ষা অফিসার কাজী সলিমুল্লাহ, জেলা শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক রেহানারা বেগম, স্কুল পরিদর্শক আবুল হোসেনসহ স্কুলের শিক্ষকরা। কাজী সলিমুল্লাহ 'সংবাদ'কে বলেন, এটা আসলে ওপেন সিক্রেট একটি বিষয়, সবাই জানে। তিনি বলেন, কলেজিয়েট ও খাস্তগীর স্কুলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও টাকা ওড়ে। কিন্তু কেন এর প্রতিকার করা হচ্ছে না জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি তার অধিভুক্ত নয় বলে জানান। শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক রেহানারা বেগম বলেন, আসলে বিষয়টি তিনি দেখেন। তাই এক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করার নেই। কেন এই দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না জানতে চাইলে তিনি বলেন, কে নেবে ব্যবস্থা। এটা একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় করতে পারে। ডেপুটি স্কুল পরিদর্শক আবুল হোসেনের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনিও বলেন, এটা ওপেন সিক্রেট একটা বিষয়। তবে প্রতিকারের কথা বলতেই তিনি রেগে গিয়ে বলেন, কিছু সাংবাদিক আছে যারা নিজেরাই তদবির করে, তখন তারা লেখে না। এক পর্যায়ে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও তারা কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না জানতে চাইলে তিনি কিছু না বলে ফোনটি রেখে দেন। এছাড়াও নাসিরাবাদ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা আমেনা খাতুন 'সংবাদ'কে জানান, আসলে যাদের সন্তান ভর্তি পরীক্ষায় টেকে না তারাই এসব কথা বলেন। তবে তিনি উৎকোচ নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও ভর্তি পরীক্ষার আগে স্কুলের শিক্ষকরা যে কোচিং করান, তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এগুলো না করার কারণ হচ্ছে সরকারি স্কুলগুলোতে সিট সংখ্যা কম। গত ৫ বছরে স্কুলগুলোর একটি সিটও বাড়ানো হয়নি। যার জন্য এ ভর্তি সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।